ঢাকা থিয়েটারের নাটক ‘হরগজ’

বাংলাদেশের প্রখ্যাত নাট্যকার ডঃ সেলিম আল দীনের রচিত প্রতিটি নাটকই লোকজ কাহিনী ভিত্তিক ও গ্রাম বাংলার বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতিকে লালন করে জাতীয় নাট্যাঙ্গিক নির্মাণের প্রয়াস ঘটায়। ঢাকা থিয়েটারই প্রথম নাট্যদল যারা মৌলিক অর্থাৎ দেশজ নাটক মঞ্চায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। নাট্যকার সেলিম আল দীন, নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফ এবং ঢাকা থিয়েটারের সকল মঞ্চকর্মী যেন এক সূতোয় গাঁথা। এদের প্রত্যেকে সাধনা ও চিন্তা-ধারা যেন মৌলিক নাটকের লোকজ ধারায় দর্শক মহলে উপস্থাপনার ধারাবাহিক অঙ্গিকার। যুদ্ধফেরত একদল তরুণের ১৯৭৩ সালের অস্থির রাজনৈতিক আবহ আর অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থায় দেশকে পরজীবি নাট্যচর্চা থেকে দেশজ সাংস্কৃতিক আবহে সমৃদ্ধ করার প্রেরণায়, সেলিম আল দীন ও নাসির উদ্দিন ইউসুফের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ঢাকা থিয়েটার। সেলিম আল দীনের নিরীক্ষাধর্মী মঞ্চ নাটকগুলির মধ্যে ‘কিত্তনখোলা’ ‘কেরামত মঙ্গল’ ও ‘হাত হদাই’ ‘চাকা’ ‘একটি মারমা রূপকথা’ ‘বনপাংশুল’ ‘যৈবতি কন্যার মন’ ও ‘প্রাচ্য’ উল্লেখযোগ্য। এইসব নাটকের পটভূমি ও মূল বক্তব্যে প্রমাণ করে দেশজ ও মৌলিক নাটক রচনা এবং মঞ্চায়নই কেবল বাংলা মঞ্চের বন্ধ্যাত্বদূর করতে পারে। একমাত্র মৌলিক এবং দেশজ নাটক মঞ্চায়ন ও চর্চা এ জাতির সংগ্রামী ও স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ ও তার জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে ধরনের নাটকে সম-সাময়িক জীবনের কাহিনী আছে, জীবনের আধুনিক বিশ্লেষণ আছে কিন্তু মধ্যযুগীয় দার্শনিক তত্ত্বের উৎপাত নেই সেই ধরনের কাহিনীকে উপজীব্য করেই সেলিম আল দীন নাটক রচনা করে থাকেন। আর নাসির উদ্দিন ইউসুফের নির্দেশনায় ঢাকা থিয়েটারের মঞ্চ কর্মীরা কাহিনীর উপযোগী প্রয়োজনীয় মঞ্চ, সেট ও আলো ব্যবহারের মাধ্যমে নাটক মঞ্চায়ন করে থাকে। ‘হরগজ’ নাটকটি ঢাকা থিয়েটারের উনত্রিশতম প্রযোজনা। সেলিম আল দীনের প্রায় প্রতিটি নাটকই নাসির উদ্দিন ইউসুফের সফল নির্দেশনায় মঞ্চে এসেছে। কিন্তু হরগজ নাটকটির মঞ্চায়নে নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন সুইডিশ নাট্যব্যক্তিত্ব ইয়ন ব্যরইস্ত্রান্দ এবং সহকারী নির্দেশক হিসেবে সহযোগীতা করেছেন হুমায়ুন কবীর হিমু।

টর্নেডো, জলোচ্ছাস আর ঘূর্ণিঝড় আমাদের দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান হয়ে আছে চিরকাল। আর এই টর্নেডো আক্রান্ত জনপদের বাস্তব দৃশ্যকে উপজীব্য করে নাট্যকার সেলিম আল দীন নির্মাণ করেছেন হরগজ নাটকের কাহিনী। ১৯৮৯ সালে গ্রীষ্মকালে মানিকগঞ্জ জেলার হরগজ নামের এক গ্রামে এক প্রলয়ংকরী টর্নেডো হয়। ফলে ঐ এলাকার বিস্তীর্ণ সিংহভাগ খেটে খাওয়া কৃষক পরিবারের ঘর-বাড়ি সহায় সম্পত্তি সর্বোপরি নর-নারী সকল শ্রেণীর মানুষের ভয়ংকর মৃত্যুর অবলীলাসহ ঐ অঞ্চলের সামগ্রিক জনপদ বিনষ্ট হয়। ঘরের উড়ন্ত টিনেরএক সভা হয়। গবাদিপশু, শত সহস্র আহত-নিহত মানবের খন্ডাংশ প্রভৃতি প্রাংকলিত স্বাক্ষরে বিদারিত করেছিল। ঐ অঞ্চলের মানব শূন্য জনপদকে এবং এই নাটকের নাট্যকার সেলিম আল দীনকে। নাট্যকারের কাহিনী বিন্যাসের ধারাবাহিকতায় সংগত কারণে মনে হয় ঐ প্রলংকরী টর্নেডোর মানুষের মত হাত পা চোখ বুদ্ধি এবং জ্ঞান সত্ত্বা সবই ছিল বিদ্যমান। কারণ পুকুরের পানি বাতাসের মত উড়ে ডাঙ্গায় উঠেছে এবং গবাদিপশু উড়ে এসে গাছের শাখায় বিদ্ধ হয়ে গাছ আর মৃত পশুসহ অবস্থান করেছে কয়েকদিন। বাতাসের প্রচন্ড পৈশাচিক শক্তির টানে একটি ট্রাককে নদীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ফেলে দিয়েছে ভয়ংকর টর্নেডো। কাহিনী শুধু কল্পনার সৃষ্টি কিন্তু এ নাটকের কাহিনী শুধু নাটকই নয় এখানে বাস্তব বিদ্যমান। পঁচিশ বছর বয়সী গ্রাম্য বধূ মনোয়ারা বেগমের লাশ তার নিজ বাড়ী থেকে অলৌকিকভাবে টর্নেডো টেনে নিয়ে গিয়েছিল গ্রামের অপর প্রান্তে এবং ঝুলতে দেখা গিয়েছে পাতা এবং প্রশাখা বিহীন গাছের ডালে। পয়ষট্টি বছর বয়সী লোকমান মোল্লার জীবন্ত দেহ উড়ে গিয়ে বেলগাছের শাখায় মৃত ও ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। বাড়ি থেকে সিকি মাইল দূরে পাওয়া যায় পাহালী (৫০)’র ছিন্ন-ভিন্ন দেহের খন্ডাংশ। পয়ষট্টি বছর বয়সী ফিরোজা বেগমের পেট বরাবর উড়ন্ত টিনের আঘাতে মাথা থেকে ধর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মানিকগঞ্জ জেলার হরগজ এলাকায় প্রলংকরী টর্নেডোর পরের দিন ত্রাণের একটি স্বেচ্ছাসেবক দল প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী নিয়ে সেই এলাকায় যায়। আবিদ (কামাল বায়েজীদ) ছিল সেই প্রতিনিধি দলের একজন। আবিদ স্বচক্ষে দেখেছিল টর্নেডোর ভয়াবহ সেই দৃশ্য। আবিদ যতদূর দেখেছিল ঠিক তার হৃদয়ও ততদূর বিদীর্ণ হয়েছিল ঐ মর্মান্তিক দৃশ্যে। আবিদের মনে বিশ্বাস এসেছিল এই বুঝি পৃথিবী ধ্বংসের নমুনা। সেলিম আল দীনের বর্ণনাত্মক নাটকটিকে কথক নির্ভর করে মঞ্চে উপস্থাপন করেছেন সুইডিশ নাট্য ব্যক্তিত্ব মিঃ ইয়াম ও হুমায়ুন কবির হিমু। ঢাকা থিয়েটারের অন্যান্য নাটকের মধ্যে কাহিনী ভিত্তিক যে সেট ও মঞ্চের ব্যবহার দেখানো হয়েছে হরগজ নাটকে একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন মি. ইয়াম। মিলনায়তনের একপার্শ্বে একটি প্লাটফর্ম ও তিনদিকে দুটি করে সিড়ি এবং মঞ্চের পিছনে সাদা কাপড়ের স্ক্রীন ছিল মঞ্চের মূল সেট। হরগজ নাটকের কোন নারী চরিত্রের সমন্বয় করা হয়নি। শুধুমাত্র সাতজন অভিনেতা নিয়ে কখনো কথক কখনো স্ব-স্ব চরিত্র রুপায়নে একটি বাস্তব ঘটনাকে আধুনিক নাট্যধারায় মঞ্চপ্রিয় দর্শক বৃন্দের মাঝে উপস্থাপন করা হয়েছে। টর্নেডো ক্ষতিগ্রস্ত জীব পশুপাখী এমন কি মানুষের মৃতদেহের খন্ডিতাবশেষ যেখানে যে অবস্থায় দেখা গেছে তারই বর্ণনা খুব সহজে অভিনেতারা দর্শকদের মধ্যে উপলব্ধি করার মত ভাষা প্রয়োগ করে কল্প দৃশ্যের মাধ্যমে নাটকে ঘটনা বর্ণনা করেছেন কথকরূপী মাহমুদুর রহমান শুভ। নাটকের কাহিনী ও দৃশ্যের ধারাবাহিকতায় মঞ্চকুশুম শিমুল ইউসুফের সুরারোপ এই নাটকে এনে দিয়েছে সমৃদ্ধি। নাটকটির প্রতিটিদৃশ্যকল্পকে বাস্তবতার দিকে এগিয়ে নিয়েছে তরুণ আলোক নির্দেশক জহিরুল ইসলাম রিপনের আলোক সম্পাত। এই নাটকটির অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আসাদুজ্জামান, ফারুক আহমেদ, বদরুজ্জামান বাদল, হাবীব আহমেদ পনির ও জামাল উদ্দিন। সার্বিকভাবে নাটকের সবকিছুই দর্শকবৃন্দের কাছে প্রশংসা কুড়োবে।

❑ এরশাদ আল মামুন